যঈফ ও জাল হাদিস

হাদিস নাম্বারঃ ১৩৪৮

১/ বিবিধ

আরবী

إن لكل شيء سناما، وسنام القرآن سورة البقرة، فيها آية سيدة آي القرآن، لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه: آية الكرسي

ضعيف

أخرجه الترمذي (رقم 2881) وابن نصر في " قيام الليل " (68) والحاكم (1/560) وعبد الرزاق في " المصنف " (6019) والحميدي في " مسنده " (رقم 994) وابن عدي في " الكامل " (ق 69/1) من طريق حكيم بن جبير عن أبي صالح عن

أبي هريرة به. وضعفه الترمذي بقوله: لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير، وقد تكلم شعبة في حكيم وضعفه

وأما الحاكم فقال

" صحيح الإسناد، والشيخان لم يخرجا عن حكيم لوهن في رواياته، وإنما تركاه لغلوه في التشيع

فأقول: ليس كما قال وإن وافقه الذهبي في " تلخيصه "؛ فإن أقوال الأئمة فيه إنما تدل على أنهم تركوه لسوء حفظه، وليس لفساد مذهبه، فقال أحمد

ضعيف الحديث، مضطرب الحديث

وقال عبد الرحمن بن مهدي

إنما روى أحاديث يسيرة، وفيها منكرات

وقال أبو حاتم

ضعيف الحديث، منكر الحديث
ولذا قال الذهبي في الكاشف
ضعفوه، وقال الدارقطني: متروك
وقال الحافظ في التقريب
ضعيف رمي بالتشيع
وبالجملة فالحديث ضعيف، غير أن طرفه الأول قد وجد ما يشهد له من حديث
عبد الله بن مسعود، وهو مخرج في " الصحيحة " برقم (588)

বাংলা

১৩৪৮। প্রত্যেক বস্তুরই শৃঙ্গ থাকে আর কুরআনের শৃঙ্গ হচ্ছে সূরা বাক্বারাহ। এর মধ্যে একটি আয়াত রয়েছে সেটি কুরআনের সব আয়াতের সরদার। যে বাড়িতেই শয়তান রয়েছে সে বাড়িতে সেটি পাঠ করা হলে অবশ্যই শয়তান সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবে। সেটি হচ্ছে আয়াতুল কুরসী।

হাদীসটি দুর্বল।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী (২৮৮১), ইবনু নাসর “কিয়ামুল লাইল” গ্রন্থে (৬৮), হাকিম (১/৫৬০), আব্দুর রাযযাক "আল-মুসান্নাফ" গ্রন্থে (৬০১৯), হুমায়দী তার "মুসনাদ" গ্রন্থে (নং ৯৯৪) ও ইবনু আদী “আল-কামেল” গ্রন্থে (কাফ ১/৬৯) হাকীম ইবনু জুবায়ের সূত্রে আবু সালেহ হতে, তিনি আবু হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণনা করেছেন।

হাদীসটিকে ইমাম তিরমিযী নিম্নলিখিত ভাষায় দুর্বল আখ্যা দিয়েছেনঃ হাদীসটিকে একমাত্র হাকীম ইবনু জুবায়েরের হাদীস থেকেই চিনি। শু’বা হাকীমের সমালোচনা করে তাকে দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন।

হাকিম বলেনঃ সনদটি সহীহ। ইমাম বুখারী এবং মুসলিম হাকীম থেকে বর্ণনা করেননি তার বর্ণনা সমূহের মধ্যে দুর্বলতা থাকার কারণে। আর তারা দু’জন তাকে ত্যাগ করেছেন চরমপন্থী শী’য়াহ হওয়ার কারণে।

আমি (আলবানী) বলছিঃ তিনি যেরূপ বলেছেন ব্যাপারটি সেরূপ নয় যদিও হাফিয যাহাবী “আত-তালখীস” গ্রন্থে তার সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছেন। কারণ তার ব্যাপারে হাদীসের ইমামগণের উক্তিগুলো প্রমাণ করে তারা তার হেফযে ত্রুটি থাকার কারণে পরিত্যাগ করেছেন। তার মাযহাব ভিন্ন হওয়ার কারণে নয়।

ইমাম আহমাদ বলেনঃ তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল। তিনি মুযতারিবুল হাদীস। আব্দুর রহমান ইবনু মাহদী বলেনঃ তিনি অল্প সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন যেগুলোর মধ্যে মুনকার বর্ণনা রয়েছে। আবু হাতিম বলেনঃ তিনি হাদীসের ক্ষেত্রে দুর্বল, মুনকারুল হাদীস।

এ কারণে হাফিয যাহাবী "আলকাশেফ" গ্রন্থে বলেনঃ তাকে মুহাদ্দিসগণ দুর্বল আখ্যা দিয়েছেন। আর দারাকুতনী বলেছেনঃ তিনি মাতরূক।

হাফিয ইবনু হাজার “আত-তাকরীব” গ্রন্থে বলেনঃ তিনি দুর্বল, তাকে শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার দোষে দোষী করা হয়েছে। মোটকথা হাদীসটি দুর্বল। তবে হাদীসটির প্রথম অংশটুকু শাহেদ থাকার কারণে সহীহ। এ কারণে আমি প্রথম অংশটুকু "সিলসিলাহ সহীহাহ" গ্রন্থে (৫৮৮) উল্লেখ করেছি।

হাদিসের মান: যঈফ (Dai'f) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ তাওহীদ পাবলিকেশন

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=72227

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন